যুগান্তর

তারিখ 20 NOV 2008
পৃষ্ঠা ৭৩ কলাম ৪

সাভারে টিআইবি ও সনাকের জরিপ রিপোর্ট

প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় উপবৃত্তিসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে অনিয়মের অভিযোগ

সাভার প্রতিনিধি

বুধবার স্থানীয় আর্ক মিলনায়তনে এক মুক্ত আলোচনা ও সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের (টিআইবি) সহযোগিতায় সচেতন নাগরিক কমিটি (সনাক) সাভার উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষার সেবা বিষয়ক একটি রিপোর্ট ভিত্তি জরিপ প্রকাশ করেছে। এতে স্থানীয়ভাবে সরকারি ও বেসরকারি প্রাইমারি স্কুলের মান উন্নয়ন এবং বিভিন্ন অনিয়ম ও দুর্নীতি প্রতিরোধে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণসহ কিছু সুপারিশমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। সনাক আহ্বায়ক জয়নাল আবেদীন খানের সভাপতিত্বে তাদের জরিপের ফলাফল উপস্থাপন করেন টিআইবি'র সহকারী গবেষণা কর্মকর্তা জুলিয়েট রোজেটি। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন খন্দকার আঃ হামিদ রনজু, মীর হামিদা আজিজ, মোঃ জাকির হোসেন খান, সুমনা সুলতানা মাহমুদসহ স্থানীয় প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিক ও প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষকরা। সাভারের প্রাইমারি শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষকদের অনুপস্থিতি, উপবৃত্তিতে অনিয়ম, শিক্ষার্থীদের বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ ও অনুন্নত টয়লেটারিজ ব্যবস্থাসহ পরীক্ষার ফি ও ভর্তিতে অতিরিক্ত টাকা আদায়ের অভিযোগ উত্থাপিত হয়। এ সময় প্রাইমারি শিক্ষক সমিতির সভাপতি মোহাম্মদ রাইসুদ্দিন সনাকের রিপোর্টের তীব্র আপত্তি উত্থাপন করেন এবং তিনি অভিযোগ খণ্ডন করে বলেন, সাভারের ৯৯টি স্কুলের মধ্যে মাত্র ১০টি স্কুলের ওপর একতরফা জরিপ সঠিক হয়নি। তিনি বলেন, স্কুলের শিক্ষা কার্যক্রম বাদেও সরকার নির্বাচন, স্বাস্থ্য এবং অন্যান্য সরকারি কাজে তাদের ওপর অতিরিক্ত দায়িত্ব চাপিয়ে দেয় যার ফলে নিয়মিত স্কুলে উপস্থিত হওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ে। এছাড়াও স্কুলে খেলাধুলা এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ওপর জোর দেয়া হলেও এ খরচের জন্য কোন বরাদ্দ দেয়া হয় না। ফলে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে এ বাবদ খরচ আদায় করা হয়। সংবাদ সম্মেলনে এ রিপোর্টকে কেন্দ্র করে ব্যাপক ত্রুটি ধরা পড়লে সনাক কর্মকর্তারা সাংবাদিকদের বলেন, স্থানীয় শিক্ষা অফিসার ও স্কুলের হেড মাষ্টাররা তাদের সহযোগিতা না করায় এ রিপোর্টটি অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে।